Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

DU in Media

06 December 2025

The New Nation

Bangladesh Students Right Council holds a human chain in front of the University of Dhaka, demanding immediate justice for brutal killing of Bangladeshis by the BAF and Pilkhana tragedy, on Friday. ■ NN photo

মানবকণ্ঠ

সীমান্ত হত্যার প্রতিবাদে ঢাবিতে ছাত্র অধিকার পরিষদের বিক্ষোভ

ঢাবি প্রতিনিধি

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশি নাগরিক হত্যার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ। গতকাল শুক্রবার বিকালে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। এতে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় ও ঢাবি শাখার নেতাকর্মীরা এতে অংশ নেন।

বিক্ষোভে তারা, সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নাগরিক হত্যার প্রতিবাদ জানান এবং পিলখানা হত্যাকাণ্ডে 'ভারতের সংশ্লিষ্টতা' তদন্ত ও বিচারের দাবি জানান। তারা অভিযোগ করেন, ভারতের আগ্রাসী অবস্থান ও সীমান্ত হত্যার বিরুদ্ধে সরকার কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে।

সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক সানাউল্লাহ হক বলেন, সীমান্তে বারবার বাংলাদেশিদের হত্যা করলেও ভারত সরকারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার দৃশ্যমান কোনো কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে পারছে না। তিনি বলেন, 'গত ১০ বছরে সীমান্তে অন্তত ৩০৫ বাংলাদেশিকে হত্যা করা হয়েছে। যার অধিকাংশই সাধারণ কৃষক, দিনমজুর বা সীমান্ত এলাকার বাসিন্দা। সরকার পরিবর্তনের পরও এই হত্যাকাণ্ড কমেনি।'

কুমিল্লা সীমান্তে সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, 'বিএসএফ যেভাবে পাখির মতো গুলি করে বাংলাদেশিদের হত্যা করছে, তা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারতের ওপর কোনো কার্যকর চাপ সৃষ্টি করতে পারেনি।'

পিলখানা হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ২০০৯ সালের ওই ঘটনার তদন্তে 'ভারতের সংশ্লিষ্টতা' উঠে এসেছে, অথচ এখনও এর বিচারে কোনো অগ্রগতি নেই। সেদিন ৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জনকে 'হত্যা করা হয়েছিল। এটি ছিল বাংলাদেশকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্র ছিল।

সমাবেশে সংগঠনটির নেতারা অভিযোগ করেন, বর্তমান সরকার ভারতের কাছে নতি স্বীকার করেছে। যদি সরকার সীমান্তে হত্যাকাণ্ড বন্ধে ব্যর্থ হয়, তাহলে জনগণই সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করবে।

এ সময় তারা, বিএসএফের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর কাছে অভিযোগ দায়ের করার আহ্বান জানান এবং সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিক হত্যাকারীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান।

যুগান্তর

বিএসএফের হাতে বাংলাদেশি হত্যা প্রতিবাদে ঢাবিতে ছাত্র অধিকারের বিক্ষোভ

ঢাবি প্রতিনিধি

সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) হাতে নিরীহ বাংলাদেশি নাগরিকদের অব্যাহত হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ। শুক্রবার বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত সমাবেশ। সমাবেশ শেষে সংগঠনটির নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে শাহবাগে গিয়ে শেষ হয়। সমাবেশে নেতাকর্মীরা 'সীমান্তে মানুষ মরে, ইন্টেরিম কী করে?', 'দিল্লি না ঢাকা? ঢাকা ঢাকা', 'ভারতীয় আগ্রাসন রুখে দাও' ইত্যাদি স্লোগান দেন।

সংগঠনটির সভাপতি নাজমুল হাসান বলেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিএসএফ দুজন বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে রাতভর নির্যাতনের পর হত্যা করে পদ্মা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার ঘটনা অত্যন্ত ভয়ংকর ও লজ্জাজনক। শুধু এই ঘটনা নয়, ২৯ নভেম্বর চুয়াডাঙ্গার শহীদুল এবং ৪ ডিসেম্বর পাটগ্রামের সবুজ—গত এক সপ্তাহেই চারজন বাংলাদেশিকে বিএসএফ হত্যা করেছে। তবুও সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ দেখা যায়নি। তিনি বলেন, ২০০৯ সাল থেকে দেড় যুগে সীমান্তে ৬০০-র বেশি বাংলাদেশিকে হত্যা করা হয়েছে। বিচারহীনতার কারণে নির্যাতন ও লাশ ঝুলিয়ে রাখার মতো ঘটনাও ঘটেছে। তারপরও কার্যকর কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এখনো সীমান্তের জনগণের নিরাপত্তা চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ।

নাজমুল আরও বলেন, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলব করে সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডের ব্যাখ্যা চাইতে হবে। সীমান্তে হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকলে ছাত্র সমাজ চুপ করে থাকবে না। প্রয়োজনে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।

সংগঠনটির সিনিয়র সহসভাপতি নেওয়াজ খান বাপ্পী বলেন, সীমান্তে বাংলাদেশিদের নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড এবং ২০০৯ সালের পিলখানা হত্যাযজ্ঞ উভয়টির নেপথ্যে ভারতীয় প্রভাব ছিল বলে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। বাংলাদেশ ভারতের জনগণের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চায়, কিন্তু কোনো প্রভুত্বমূলক বা একতরফা সম্পর্ক নয়। এছাড়া সীমান্তে আর কোনো লাশ পড়লে দেশের ছাত্র সমাজ কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন নেতারা।